বয়সকে হারিয়ে দিয়ে সুন্দর হয়ে উঠুন

অনেকেই বলেন "বয়স একটা সংখ্যা মাত্র"। কথাটা একদিকে সত্য হলেও আসলে সত্য নয়। কারণ একথা বলে মনের বয়স বাড়তে না দিলেও প্রকৃতি তার নিজের নিয়মে শরীরে ঠিকই সময়ের ছাপ ফেলে যায়। তবে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে আপনি বয়সের এইসব চিহ্ন - সানবার্ন, বলিরেখা বা রিঙ্কল, প্রেগন্যান্সির স্ট্রেচ মার্ক প্রভৃতি দূর করে মধ্য বয়সেও সুন্দর হয়ে উঠতে পারেন, আপনার রুক্ষ শুষ্ক ত্বক হয়ে উঠতে পারে কমনীয়, উজ্জ্বল। আমাদের এই শহর কলকাতাতেই ন্যায্যমূল্যে এইধরনের কসমেটিক ট্রিটমেন্ট সম্ভব - জানালেন **সিনিয়ার প্লাস্টিক, কসমেটিক, রিকন্সট্রাক্টিভ ও অ্যাস্থেটিক সার্জন ডা. অনির্বাণ ঘোষ**।

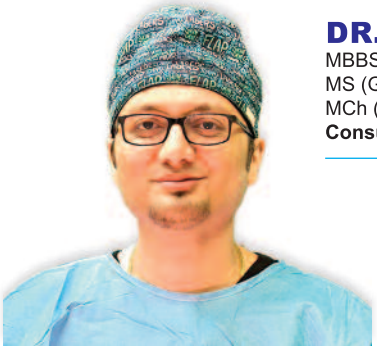

DR. ANIRBAN GHOSH
MBBS (Gold Medalist), MRCS (England)
MS (General Surgery),
MCh (Asthetic & Plastic Surgery)
Consultant Plastic & Aesthetic Surgeon

বোটক্স ট্রিটমেন্ট

বোটক্স ট্রিটমেন্টে মধ্য পঞ্চাশেও বিগত তিরিশের ত্বকের কমনিয়তা ও ঔজ্জ্বল্য অনেকটাই ফিরে আসতে পারে। মুখ শুধু মনের আয়নাই নয় জীবনের আয়নাও। মুখ দেখে অনেকটাই বয়স আন্দাজ করা যেতে পারে বলে মুখকে জীবনের ঘড়িও বলা যেতে পারে। তাই বিভিন্ন অ্যান্টি এজিং কসমেটিক ট্রিটমেন্ট সারা শরীরে করা সম্ভব হলেও বিভিন্ন কারনে মানুষ সাধারণত মুখেই করে থাকেন। এই চিকিৎসাগুলির মধ্যে বোটক্স ট্রিটমেন্ট সবথেকে আধুনিক ও কার্যকরী। মাত্র একটি সিটিংএই এই চিকিৎসার ফল পাওয়া যায়। এই ট্রিটমেন্টে মুখের বিভিন্ন পয়েন্টে পেনলেস বোটক্স ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আপনি পুরান রূপ ফিরে পেতে শুরু করেন। মুখ হয়ে ওঠে উজ্জ্বল কমণীয় ও সুন্দর।

কেমিক্যাল পিলিং

বোটক্স ট্রিটমেন্ট একটি অত্যাধুনিক চিকিৎসা। আর্থিক বা অন্য কোন কারনে এই প্রসিডিওরের করা সম্ভব নাহলে এই বিষয়ে কেমিকেল পিলিং বা ফেস লিফটিংএর মতো প্রচলিত কসমেটিক ট্রিটমেন্টের সাহায্য নিতে পারেন। এই চিকিৎসায় শুধু ত্বকের রুক্ষতা, কুঞ্চন বা বলীরেখা নয় একই সঙ্গে সান বার্ন বা ত্বকের উপরে রন্দুরে পোড়া কাল দাগ, মেচেতা, ব্রণর পুরাণ ক্ষতের দাগ সবই দূর হয়ে যায়। এসবের মধ্যে কেমিকেল পিলিং তুলনামূলক ভাবে সহজ একটি প্রসিডিওর। এই প্রসিডিওরে চিকিৎসক বিশেষ কয়েকটি ওষুধের সাহায্যে ত্বকের কালো দাগ, রিংকল প্রভৃতি দুর করেন। তবে এটি বিউটি ট্রিটমেন্ট নয় মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট, চিকিৎসকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উপরেই এর সাফল্য নির্ভর করে। বাড়িতে নিজে বা বিউটি পার্লারে এই ওষুধগুলি ব্যবহার করলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

লেসার ট্রিটমেন্ট

লেসার ট্রিটমেন্টে এই একই চিকিৎসা লেসার রশ্মির সাহায্যে করা হয়। এক্ষেত্রে উন্নত আর পি এম জ্যাক লেসার ব্যবহার করা হয়। কার কয়েটি সিটিং লাগবে ব্যাক্তি বিশেষের উপরেই নির্ভর করে। চিকিৎসা শেষে ত্বক হয়ে ওঠে উজ্জ্বল ও সুন্দর। কেমিকেল পিলিং ও লেসার থেরাপি একসঙ্গে করলে দ্রুত ভালো ফল পাওয়া যায়।

ফেস লিফটিং

সার্জিক্যাল বা নন সার্জিক্যাল দুই পদ্ধতিতেই ফেস লিফটিং করা হয়। এই প্রসিডিওরে মুখ বা গলার শিথিল ও কুঞ্চিত বা বলিরেখাভরা ত্বককে টানটান করে টেনে বেঁধে দেওয়া হয়। মুখ হয়ে ওঠে মসৃণ ও সুন্দর।

সময়ে সাবধান হতে হবে

জিন বা বংশগত কারণ ছাড়া ত্বকের বুড়িয়ে যাওয়ার প্রথম ও প্রধান কারন অবশ্যই সূর্যালোক। এছাড়া পরিবেশদূষণ এবং ধূমপানের কারণেও ত্বক একটা বয়সে শুষ্ক বলীরেখাময় হয়ে উঠতে পারে। আবার হরমোনের তারতম্যের কারণেও বয়স্ক মহিলাদের ত্বকে মেচেতার মতো দাগ হতে পারে। সূর্যালোকের আলট্রাভায়োলেট রশ্মি কোষের মেলানিনের সঙ্গে এক জটিল ফোটো রাসায়ণিক বিক্রিয়ায় ত্বকে কাল ছোপ তৈরি করে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ত্বক রুক্ষ,শুষ্ক হয়ে ওঠে। এই প্রভাব সব থেকে বেশি পড়ে মুখ,ঘাড় হাত, পায়ের মতো শরীরের উন্মুক্ত অংশে। তাই এগুলি শরীরের অন্য অংশের থেকে অনেক বেশি কাল হয়ে যায়। । তাই যতদুর সম্ভব ছোট থেকে ছাতা ব্যবহার করা উচিত। রন্দুরে বেরলে যতদুর সম্ভব শরীর ঢাকা জামাকাপড় পরা আর সানস্ক্রিন ব্যবহার করাও জরুরী।

মামি'স মেকওভার

শুধু সময় বা সূর্যালোক নয় বয়সের ছাপ পড়ে মহিলাদের ক্ষেত্রে মা হওয়ার পরেও। জীবনের এই পর্বে মহিলাদের শরীরে ত্বক শিথিল হয়, পেটে স্ট্রেচ মার্ক দেখা দেয়, বাড়তি মেদ জমে, স্তনের গঠনে বদলে যায়। 'মাম্মি মেক ওভার' কসমেটিক ট্রিটমেন্টের একটি পরিচিত পরিভাষা। 'ব্রেস্ট লিফটিং' বা শিথিল স্তনকে দৃঢ় করা, লেসারের সাহায্যে পেটের স্ট্রেচ মার্ক দূর করা, ব্যায়াম বা ডায়েটের সাহায্যে দূর না হওয়া শরীরের অবাঞ্ছিত বাড়তি মেদ দূর করার মতো এক গুচ্ছ সার্জিকাল ও নন সার্জিকাল প্রসিডিওরকে একত্রে 'মাম্মি মেক ওভার' বলা হয়। পেটের স্ট্রেচ মার্ক দূর করতে অনেক সময় লেসার থেরাপির সাহায্যও নেওয়া হয়। তাছাড়া শুরুতে 'টামি টাক" বা অ্যাবডোমিনোপ্ল্যাস্টির মতো প্রসিডিওরের সাহায্যে পেটের শিথিল ত্বককে দৃঢ় করে নেওয়া হয়। নতুন মায়েদের সম্পুর্ন সুস্থ ও স্বাভাবিক হতে যেমন প্রায় ছয় মাস সময় লাগে। শারীরিক পরিবর্তন গুলিও এই সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছায়। সেই জন্য সন্তান জন্মের অন্তত ছয় মাস পর থেকে 'মাম্মি মেক ওভার'এর প্রসিডিওর গুলি শুরু করা উচিৎ।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে জীবনদায়ী চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে কসমেটিক অ্যাস্থেটিক ও অপসোনাল ট্রিটমেন্টেও এসেছে অগ্রগতি। তাই প্রয়োজনে বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার সাহায্য নিয়ে সুন্দর হয়ে উঠুন। আসন্ন শারদোৎসব উপভোগ করুন ভাল থাকুন।

relation001@gmail.com

Anirvana
by Dr. Anirban Ghosh
Results now... Results forever...
8/29, Fern Road, Ballygunge Gardens,
Gariahat, Kolkata-700019
www.anirvana.in :: E-mail : info@anirvana.in
6289 109 687/93307 34406/81004 94860